Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

রাষ্ট্রযন্ত্রের নারীদ্রোহ : প্রেক্ষিত – বাংলা কবিতা

–পর্ণা মণ্ডল

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার,

বাংলা বিভাগ,

দক্ষিণেশ্বর হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন

“ ………………………….. ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি ?

কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি? ”[১]

– ‘বীরাঙ্গনা’ জনা স্বামী নীলধ্বজকে পুত্রহন্তাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার উদ্দীপ্তরসে প্রদীপ্ত করতে চাইলেন কঠোর উচ্চারণে। মাতৃক্রোড় শূন্য করে এক ‘মা’ কে রাষ্ট্রযন্ত্র যখন শাসনতন্ত্রের নির্মমতার মুখোমুখি দাঁড় করায়, মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ‘জনা’ সেই নারীদ্রোহের উত্তর দেয়। আবার রাষ্ট্রযন্ত্রের নামে রাজা দশরথ যখন ভরতকে রাজপদে অভিষেক না করে, রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করান, ভরতমাতা কেকয়ী দশরথের এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অধর্মাচরণ পারেননি সহজে মেনে নিতে। রাষ্ট্রনায়ককে ‘পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি’[২] সম্বোধন করতে দ্বিধা করেনি মাইকেলের ‘বীরাঙ্গনা’। উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদনের কাব্যে নারীর প্রতি রাষ্ট্রের শোষণ এবং নারীর আত্মজাগরণের দীপ্তির ধারাবাহিকতা পরবর্তীকালেও কবিদের হাতে উঠে এসেছে সমসাময়িকতার প্রেক্ষিতে।

“কথামানবী সেই নারী যে যুগান্তের অপমান আর অবহেলার পরেও ভালোবাসতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে, যে নতুন জন্ম নিয়ে ফিরে ফিরে আসে দ্রৌপদী, গঙ্গা, সুলতানা, রিজিয়া, মাধবী, মেধা পাটেকার, মালতী মুদি, শাহবানু বা খনার মধ্য দিয়ে; যে হেঁটে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে, মিশে থাকে প্রতি ভারতকন্যার রক্তে ……..”[৩]। এই ‘কথামানবী’ বিশ শতকে মল্লিকা সেনগুপ্তের সুদীর্ঘ কবিতা; ইতিহাসের প্রথাগত বইতে নারীর যে কাহিনী ব্রাত্য থেকে গেছে, সেই কাহিনীর ভাষ্য।

“নর্মদামাঈ

তোমার জন্য

একটি লড়াই

মেধা পাটেকর”[৪]

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

নর্মদাও নারী, মেধা পাটেকরও নারী, ইতিহাসের পাতায় আছে সুপরিচিত ‘নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন’; প্রকৃতি মা-কে বাঁচানোর আন্দোলন। নিয়মতন্ত্রের জাঁতাকলে প্রকৃতি মা-ও জর্জরিত। নারী-নদীর সেই অবমাননা জনস্বার্থে মেনে নিলেননা মেধা পাটেকর। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বংসলীলা থেকে অরণ্য-প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য সীতার গভীর প্রার্থনা, মল্লিকা সেনগুপ্তের ভাবনায় মেধা পাটেকরের সঙ্গে তুলনীয়; অবশ্যই নারী মনস্তাত্ত্বিকতার এই প্রতিপালন ও মাতৃত্বের মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে।

১৯৮৫ –এর শাহবানু কেসের প্রসঙ্গ উঠে এল মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘শাহবানুজন্ম’ কবিতাংশে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরুষের তালাকের পর বিবিকে খোরপোশ দেওয়া শরিয়ত-বিরোধী বলে তারা দাবি করতেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে রায় দিলেন যে, তালাক দেওয়া বিবির অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকলে, প্রাক্তন স্বামীর খোরপোশ দেওয়ার দায় থাকবেনা, কিন্তু বিবির আর্থিক সংস্থান না থাকলে, হাইকোর্টের আদেশে প্রিভি কাউন্সিল, সেকশন ১২৫ অনুসারে বিবিকে খোরপোশ দিতে বাধ্য থাকবেন মুসলিম পুরুষ। কিন্তু পরবর্তীতে নারীর প্রতি আবারও রাষ্ট্রের সুবিচার হয়েও শেষে নেমে এল সেই নারীদ্রোহের কৃপাণ, তাই মল্লিকা প্রথমে ইতিবাচক সুরে লেখেন --

“ তখন মেয়েরা পায়ের তলায়
আজ মেয়েদেরও সুপ্রিম কোর্ট

এই মাটি জল আমার স্বদেশ
আমার স্বজন এই আদালত

সুপ্রিম কোর্ট তোমাকে সালাম
আমার লড়াইয়ে পাশে দাঁড়িয়েছ।”[৫]

পরবর্তীতে আবারও ঘুরে দাঁড়িয়ে লেখেন – “ অন্যান্য বারের মতো এবারও মেয়েদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভায় মুসলিম নারীর ভরণপোষণের প্রসঙ্গটি স্বীকৃতি পেলনা। যে মহামান্য সরকার, মেয়েদের প্রতি বারবার বৈষম্যমূলক আচরণের সময় আপনাদের কি মনে পড়ে না, মেয়েরাও আপনাদের ভোট দেয়! মুসলিম মেয়েরাও। এই শাহবানুও আপনাদের ভোট দিয়েছিল! হাঃ” [৬]

Scotopia: A multidisciplinary biannual e-journal
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

একুশ শতকে কৃষ্ণা বসু লিখছেন ‘কার জন্য মহাযুদ্ধ হয়? এখানেও যে নারীকে ব্যবহার করে আসলে পুরুষের প্রতিষ্ঠা স্থাপনই বড় হয়ে ওঠে, তা স্পষ্ট। রামায়ণ, মহাভারতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে প্রমাণ করলেন পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের জন্য নারীকে উপলক্ষ করে নারীকেই কিভাবে পুতুল খেলার উপাদানে পরিণত করা হয়েছে বারংবার; পৌরাণিক আবরণ অতিক্রম করে, যা বাস্তব জীবনের সঙ্গেও অন্বিত।

“সীতা কিংবা দ্রৌপদীর জন্য হয়েছিল মহারণ, কে বলেছে এই মিথ্যা কথা?

মহাযুদ্ধ হয়েছিল পুরুষের পৌরুষ বিস্ফারে, কে যে কত শক্তিমান, কার

বাহুতে লুকোনো আছে কতখানি বল, কে পেরেছে সমূহ সামর্থ্য দিয়ে সুপ্রাচীন

জম্বু দ্বীপ জয় করে নিতে, এইসব গ্রাহ্য ছিল, গণ্য ছিল খুব।……………..

…………………………………ওরা চায় পুরুষ গরিমাখানি ছড়িয়ে পড়ুক দক্ষিণ–

উত্তরে, পুবে ও পশ্চিমে নৈর্ঋতে ঈশানে।”[৭]

নারী মুক্ত পক্ষে ভর করে উড়তে চাইলে পুরুষতান্ত্রিকতার শিকল ও হাজার পিছুটান পায়ে বেড়ি হয়ে তাকে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক সংসারে বেঁধে রাখে, তাই নারীর ‘নিজের মধ্যে মরণ জিদ’ জেগে ওঠে–

> “বিনা মাইনের ভাত কাপড়ের নাছোড়বান্দা ঝি!
>
> এই জীবন কি চাইছি নাকি? এই জীবন কি চাই?
>
> পিছন থেকে টেনে ধরছেন দ্রৌপদী ও রাই,
>
> পঞ্চ স্বামী সুখী করেনি, প্রেমিকা কৃষ্ণ কই?
>
> সারাজীবন অন্বেষণে বেভুল হয়ে রই!
>
> কী খুঁজেছি সার্থকতা কে দেবে কে বলো?
>
> পুরুষতন্ত্র চক্ষু রাঙায়, ভিত্তি টলোমলো।” [৮]

দ্রৌপদীকে রাষ্ট্রের জন্য বাজি রাখা হয়েছে, রাধার পরিণতিও কৃষ্ণের কংস বধের কারণে মথুরা যাত্রার মধ্যে সেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণই বলা চলে। তাই রাষ্ট্রযন্ত্রের নারীদ্রোহ পৌরাণিক যুগ থেকে তার নিজস্ব ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আধুনিক যুগে আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে, এখন নারী অনেকংশেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে শিরদাঁড়া সোজা করে রাষ্ট্রের আইন, যুক্তি উপস্থাপন করে অনায়াসে বলে উঠতে পারে –

> “মেয়েদের কথা বলবার
>
> অধিকার কেড়ে নিও না
>
> ……………………” [৯]

তথ্যসূত্র :

১) মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘বীরাঙ্গনা’: একাদশ সর্গ – ‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’, ‘মধুসূদন রচনাবলী’ (ড. ক্ষেত্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, অক্টোবর, পৃ. ১৫৫

২) তদেব, চতুর্থ সর্গ – ‘ দশরথের প্রতি কেকয়ী’, পৃ. ১৪২

৩) মল্লিকা সেনগুপ্ত, ‘কথামানবী’, ‘পূর্বকথা’, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৭

৪) তদেব, ‘মেধাজন্ম’, পৃ. ৩৪

৫) তদেব, ‘শাহবানুজন্ম’, পৃ. ৫৩–৫৪

৬) তদেব, ‘শাহবানুজন্ম’, পৃ. ৫৮

৭) কৃষ্ণা বসু, ‘কার জন্য মহাযুদ্ধ হয়?’ ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩, কলকাতা, পৃ, ৮৪

৪) তদেব, ‘নিজের মধ্যে মরণ জিদ’, পৃ. ১২৩

৯) মল্লিকা সেনগুপ্ত, ‘খনাজন্ম’, কথামানবী’, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৬৯

……………….